বই	জাদুর বাস্তবতা
সংকলক	শোআইব আহমাদ
ভাষা সম্পাদনা	হাসান মাসরুর
শরয়ী সম্পাদনা	মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশনায়	রুহামা পাবলিকেশন

জাদুর বাস্তবতা

শোআইব আহমাদ

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

জাদুর বাস্তবতা

শোআইব আহমাদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
মুহাররাম ১৪৪০ হিজরী / সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান
খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯ ৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
sijdah.com
wafilife.com
amaderboi.com

মূল্য : ১৫০ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

দুটি কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ শোকর, যিনি আমার মতো নালায়েক বান্দাকে দ্বীনের জন্য কিছু কাজ করার তাওফীক দান করেছেন।

আপনাদের হাতে এখন 'হাকীকাতুস সিহর' বা জাদুর বাস্তবতা'। বইটি বিভিন্ন 'আরবি ও উর্দু' কিতাব থেকে সংকলন করা হয়েছে। এছাড়া বিদেশি দু'একটা ওয়েবসাইটের সামান্য সহায়তা নেওয়া হয়েছে। আরো অনেকভাবে তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করা হয়েছে। অনেক উস্তাদ, বড়ভাই ও প্রিয়দের পরামর্শে বই লেখার কাজ চলছিলো। আসলে আমি বই লিখিনি। আল্লাহ আমাকে তাওফীক দিয়েছেন, তাঁর তাওফীক ছাড়া কিছুই তো হয় না। তাঁর দয়া ছাড়া কোন কাজ পূর্ণতা পায় না এবং তাঁর করুণা ছাড়া কিছুই মাকবুল হয় না। তিনিই আমাকে কাজের তাওফিক দিয়েছেন, আর দয়া করে পূর্ণতায় পৌঁছিয়েছেন। এখন যদি তিনি করুণা করে কাজকে কবুল করেন, সেটাই হবে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। সেটাই হবে বান্দার জন্য তৃপ্তি। আল্লাহ আমাকে ও পাঠকদের কবুল করুন। নিয়তের গরমিল দূর করে দিন। আমীন!

*

বইটি লেখার ইচ্ছা হয়েছিলো একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে। সেদিন জোহরের নামায পড়ে মাসজিদুন নববীর খোলা চত্বরের ছাতার নিচে শুয়ে ছিলাম। ঝিরঝির বাতাসের সাথে মুখে ও শরীরে শীতল পানি পড়ছিলো। যেন জান্নাতী বাতাসের সঙ্গে রহমতের শিশির ঝরছে! এই ঝিরঝির শীতল হাওয়া দেহ-মন জুড়িয়ে দিচ্ছিলো। মনে হলো, রাহমানের রহমতের শিশির আমার উপর বর্ষিত হচ্ছে, আর আমি তাঁর রহমতে সিক্ত হচ্ছি।

হারাম থেকে বের হলাম। সেখানে সবুজের সমারোহ নেই। তবে সত্যিকারের সবুজ আছে। জান্নাতের সবুজ। আছে সবুজের সজীবতা। আল্লাহ এই 'সবুজের ছায়ায়' আমাকে কিছু স্বপ্ন দান করলেন।

আমার তো পুঁজি নেই, যোগ্যতাও নেই। তবুও আমার মাঝে হতাশা নেই। তাঁর অনুগ্রহ এবং দানের আশা আমাকে করতেই হবে। কারণ তিনি তো এমন দাতা; যার করুণা ও দানের কোনো সীমা পরিসীমা নেই।

হারাম থেকে বেরিয়ে একটি লাইব্রেরিতে গেলাম। কিছু কিতাব কেনার বেশ আগ্রহ ছিল। আবার সময় ও আসবাবের স্বল্পতা ছিলো। তখন ভয় ও উৎকণ্ঠা কাজ করছিলো আমার মাঝে। তবে আল্লাহর রহমত ও দয়া কি শেষ হতে পারে?!...

ইচ্ছে পূরণ হলো। তখনই বই নিয়ে কিছু ভাবনা ও স্বপ্ন এলো। আসলে আল্লাহ ভাবনা ঢেলে দিলেন! এই 'হাকীকাতুস সিহর' সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ।

আমার আল্লাহ আমার স্বপ্নকে বাস্তব করেছেন, এবং আমার বাস্তবতাকে স্বপ্নিল করেছেন। সবই তোমার দয়া হে আল্লাহ! আমার বাকি নেক স্বপ্নগুলোও তুমি সঠিক সময়ে পূর্ণ করে দিও। যারা আমার দুয়ার সাথে আমীন বলবে, তাদের নেক স্বপ্ন ও ইচ্ছাকে পূরণ করে দিও।

*

বইটি লিখতে আমাকে অনেকেই অনেকভাবে সহযোগিতা করেছেন, এবং লেখা শেষ হবার পরেও সাহায্য অব্যাহত রেখেছেন। আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ সবাইকে উত্তম বিনিময় দিন। আমি এখানে সবার নাম নেবো না। শুধু দুয়া করবো- আল্লাহ প্রিয়দের দুঃখগুলো ঘুচিয়ে দিন এবং দুনিয়াতে ও আখেরাতে সুখ শান্তির ফয়সালা করুন!

তবু দুজন ভালো মানুষের কথা পাঠককে বলতে চাচ্ছি। একজন আমার অদেখা প্রিয় মানুষ 'মুফতি তারেকুজ্জামান' সাহেব। তিনি অনেক ব্যস্ততা সত্ত্বেও অধমের কাঁচা হাতের কাজকে ধৈর্য নিয়ে সহজ ও সুন্দর করার মেহনত করেছেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ এবং প্রকাশনী সংশ্লিষ্ট সবার ভালোবাসায় আমি কৃতার্থ।

আরেকজন ভালো মানুষ আমার খুবই 'আপন'। যিনি অনেক সময় আমার মনের কথাগুলো বুঝতে পারেন। আমার হৃদয়ের তড়পকে কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারেন।

বই লিখতে অনেকেই আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর 'উৎসাহ' ছিলো অন্যরকম। এই কাজে তাঁর 'নেগরানি' না থাকলে, কাজটি হয়তো তুলনামূলক দ্রুত সময়ে সম্পন্ন করা, আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

ভালো মানুষটি শুধু আমার বইয়ের জন্য নানান ঝামেলা ও কষ্টকে উপেক্ষা করে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। কখনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই প্রিন্ট করে আমাকে পাঠিয়েছেন। কখনো ফোন করে খবর জানতে চেয়েছেন, বইয়ের কাজ কতদূর এগুলো!

তিনি যদিও আমার থেকে 'কিছুটা দূরে'; কিন্তু আত্মার বন্ধনে তিনি আমার খুবই নিকটে। অনেক কাছে! আল্লাহ যেন তাঁকে কবুল করেন। তাঁর নেক ইচ্ছা ও স্বপ্নগুলোকে যেন বাস্তব করেন! আমাকে নিয়েও তাঁর একটা স্বপ্ন ও আশা আছে! আল্লাহ যেন আমাকে তাওফীক দান করেন।

*

ভূমিকা লিখতে লিখতে রাত চারটা হয়ে গেলো। এরকম অনেকগুলো রাত জেগে কাজটি করা হয়েছে। চেষ্টা করেছি ভালো কিছু করার। কিন্তু অস্বীকার করবো না আমার অযোগ্যতা ও অক্ষমতাকে। এজন্য অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে।

যেসব ভুল-ত্রুটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও থেকে গেছে, তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রথমে ক্ষমাপ্রার্থনা করি! এবং পাঠকদের কাছেও অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যদি আপনাদের কাছে বইয়ের কোথাও ছোট থেকে ছোট কিংবা বড় কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয়; আমাকে জানানোর অনুরোধ থাকলো। ইনশাআল্লাহ আমি ভুলগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করবো।

*

এই বই থেকে যত মাখলুকের কল্যাণ ও উপকার হবে, যত আমল ও সাওয়াব হবে; তা যেন আমার আমলনামায় যুক্ত হয়, তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র কাজ কবুল করেন, রাব্বে কারীমের কাছে এই কামনা।

শোআইব আহমাদ
১০-০৮-২০১৮
shuaibahmad010@yahoo.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৩
জাদু কী? ১৫
জাদুর শাব্দিক বিশ্লেষণ ১৫
শরীয়তের দৃষ্টিতে জাদু ১৬
কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে জাদু, জ্বিন ও শয়তানের অস্তিত্বের প্রমাণ ১৬
জ্বিনের অস্তিত্বের প্রমাণ ১৭
জ্বিনের অস্তিত্বের প্রমাণ কুরআন থেকে ১৭
জ্বিনের অস্তিত্বের প্রমাণ হাদীস থেকে ১৯
জাদুর প্রমাণ কুরআন থেকে ১৯
জাদুর প্রমাণ হাদীস থেকে ২০
জাদুর বাস্তবতা: আসলাফ ও আকাবিরের বক্তব্য ২১
জাদুকে অস্বীকার করা ২৩
জাদুর প্রকারভেদ ২৩
জাদুর ইতিহাস ২৪
ভারতীয় উপমহাদেশের জাদু কীভাবে এলো? ২৫
জাদুকর কীভাবে শয়তানকে সন্তুষ্ট করে? ২৫
জাদু শিক্ষা করা ২৭
জাদু হারাম হবার ও জাদুকরের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম ২৮
জাদুকর কাফের কিনা ৩১
জাদুকর তাওবার উপযুক্ত নাকি হত্যার? ৩২
জাদুকরের শাস্তি ৩৩
জাদু থেকে বেঁচে থাকো ৩৬
সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর উপর ইহুদিদের সুস্পষ্ট মিথ্যাচার ৩৭
চিকিৎসার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ৩৯
জ্বিনগ্রস্তের আছর দূর করার ঘটনা ৪১

জ্বিনের আছর দূর করার শরয়ী পদ্ধতি ৪৪
নুশরাহ করার দ্বারা কি জ্বিন দূর হয়? ৪৭
তাবীজ ঝুলানো কি শিরক? ৪৯
কোন ধরনের তাবীজ শিরক? ৫১
তাবীজকে পেশা বানানো ৫৩
রূহানী চিকিৎসা কী? ৫৪
কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য তাবীজ নয় ৫৪
জাদুকরকে চেনার উপায় ৫৪
জাদুকর কীভাবে ভবিষ্যত বলে? ৫৬
শয়তান থেকে বেঁচে থাকার কিছু পন্থা ৫৬
শয়তানের কুপ্রভাব থেকে বেঁচে থাকার উপায় ৫৭
জাদুর চিকিৎসা ৬২
জাদুর আলামত ৬৩
জাদু ও জ্বিনগ্রস্ত রোগীদের কিছু পরামর্শ ৬৪
জ্বিনে ধরার কারণসমূহ ৬৫
ভূত-প্রেত দেখলে কী করতে হবে? ৬৫
রাকীদের কিছু পরামর্শ এবং যোগ্য চিকিৎসক চেনার উপায় ৬৬
যদি কোনো অভিজ্ঞ ও মুত্তাকী চিকিৎসক পাওয়া না যায় ৬৯
জাদু দিয়ে কি জাদুর চিকিৎসা করা যাবে? ৭০
মোবাইলের দ্বারা রুকইয়া- ঝাড়ফুঁক, দম ইত্যাদি করার হুকুম কী? ৭০
কিছু জরুরি আমল ৭১
জাদুর চিকিৎসায় আরো কিছু আমল ৭৭

বদ-নজর

বদ-নজরের বাস্তবতা ৮৯
বদ-নজর কী? ৯০
বদ-নজরের ব্যাপারে সালাফের অভিমত ৯৪
বদ-নজর ও হিংসার মধ্যে পার্থক্য ৯৪
জ্বিনের বদ-নজর মানুষের উপর লাগতে পারে ৯৫

বদ-নজর লাগার কারণ ৯৭
কোনো কাফেরের বদ-নজর লাগতে পারে ৯৭
বদ-নজর মৃত্যুর কারণ হতে পারে ৯৮
বদ-নজরের চিকিৎসা ৯৯
অপরকে নিজের বদ-নজর থেকে বাঁচানোর উপায় ৯৯
নিজেকে অপরের বদ-নজর থেকে বাঁচানোর তদবীর ১০১
বদ-নজর থেকে বাঁচার শরীয়তবিরোধী কিছু পদ্ধতি ১০৪
বদ-নজরের শরীয়তসম্মত চিকিৎসা ১০৪
হিংসুকের বদ-নজর দূর করার কিছু পদ্ধতি ১০৬
পরিশিষ্ট ১০৯

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا- واشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله . صلى الله عليه واله واصحابه وسلم تسليما كثيرا- امابعد

মানুষ কৌতূহলপ্রিয়। সে সকল অজানাকে জানতে, অদেখাকে দেখতে ও অচেনাকে চিনতে চায়। এটাই মানুষের স্বভাব ও ফিতরাত। মানুষ সচরাচর যা দেখে না, তার প্রতিই বেশি আগ্রহী হয়। ঠিক তেমনই এক বিষয় 'জ্বিন-জাদু'।

মানুষের ঈমান ও আকীদা সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আল্লাহর দেওয়া অনেক বড় নেয়ামত। জাররা (এক অণু) পরিমাণ ঈমান নিয়ে যে মৃত্যুবরণ করবে, সে যত বড় গুনাহগার-ই হোক, একসময় না একসময় অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

উপমহাদেশে জাদুটোনার প্রচলন অনেক আগ থেকেই। কেউ কেউ জাদুটোনাকে বিশ্বাস করেন এবং সাথে সাথে এমন কিছু বিষয়েও বিশ্বাস করতে শুরু করেন যার সাথে ইসলামি আকীদা বিশ্বাসের কোনো সামঞ্জস্যতা নেই, বরং তা ভিত্তিহীন। কিছু বিশ্বাস ও ভুল ধারণা তো এতই মারাত্মক যে, এই বিষয়ের ইলম না থাকার কারণে অজান্তেই অনেকে ঈমানহারা হয়ে যায়।

আর কেউ কেউ তো জাদুটোনা ও জ্বিনের পুরো অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসেন। এই অস্বীকার শুধু জ্বিন ও জাদুর অস্বীকার নয়, বরং এই অস্বীকার অনেক সময় মানুষকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়।

ইমাম আলূসী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জিন অস্বীকার করা সুস্পষ্ট কুফরি।[১]

১. রূহুল মাআনী: ১৫/৯৩, প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত।

প্রখ্যাত ইমাম শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনো ঈমানদার লোকের জন্য জ্বিনের অস্তিত্ব অস্বীকার ঐভাবেই অবৈধ, যেভাবে তার জন্য নবী-রাসূল, ফেরেশতা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং এক আল্লাহর ইবাদত অস্বীকার করা অবৈধ।[২]

আমরা এই বইয়ে শুধু বিশ্বাসীদের জন্য কিছু আলোচনা নিয়ে আসবো। যা একজন সাধারণ মুসলিমের জানা থাকা আবশ্যক। যাতে জাদুর ব্যাপারে আকীদা বিশুদ্ধ হয়। যারা জাদুকে অবিশ্বাস-ই করেন, তাদের জন্য শুধু হেদায়াতের দুআ-ই করবো।

২. মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া: ১৯/১০, প্র. মাজমাউল মালিক ফাহাদ, সৌদিআরব।

জাদু কী?

আমরা শুরুতে জাদু শব্দের বিশ্লেষণ করবো। তাতে আমাদের জাদু শব্দটির অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করতে সহজ হবে।

জাদুর শাব্দিক বিশ্লেষণ

জাদুকে আরবি ভাষায় বলা হয় 'সিহর'। সিহর শব্দের বাংলা রূপান্তর জাদু। কিন্তু সিহর মানে শুধুই জাদু, নাকি এই শব্দটির আরো অর্থ আছে! এই শব্দের কি আরো গভীরতা আছে! থাকলে কী? আসুন, আমরা এই বিষয়গুলো আরবি জবানের বিজ্ঞ ভাষাবিদ থেকে জেনে নেই।

১- আযহারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সিহর ঐ কাজ, যার দ্বারা প্রথমে শয়তানের নৈকট্য অর্জন হয় এবং তার দ্বারা সাহায্য নেওয়া হয়।[৩]

২- তিনি আরো বলেন, সিহর মূলত কোনো বস্তুকে তার বাস্তবতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার নাম। কেমন যেন জাদুকর যখন কোনো ভ্রান্তকে সত্য করে দেখায় এবং মূল বস্তুকে ভিন্ন কিছুতে দৃশ্যমান করায়, তখন সে যেন বস্তুকে তার আসল রূপ থেকে সরিয়ে দিলো।[৪]

৩- ইবনে আয়েশা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরবরা জাদুকে এজন্য সিহর বলে যে, তা সুস্থতাকে অসুস্থতায় বদলে দেয়।[৫]

৪- একদল ভাষাবিদের মতে, সিহর মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রকাশ করার নাম।[৬]

৫- আল মু'জামুল ওয়াসীতে সিহরের সংজ্ঞা এভাবে এসেছে, সিহর ঐ জিনিস, যার শুরু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং সমাপ্তি জটিল।[৭]

.....

৩. লিসানুল আরব: পৃ. নং ১৯৫১, প্র. দারুল মাআরিফ, কায়রো।
৪. লিসানুল আরব: পৃ. নং ১৯৫২, প্র. দারুল মাআরিফ, কায়রো।
৫. প্রাগুক্ত
৬. মাকায়ীসুল লুগাত: ৩/১৩৮, প্র. দারুল ফিকর, বৈরূত।
৭. আল মুজামুল ওয়াসীত: পৃ. নং ৪১৯, প্র. মাকতাবাতুশ শুরূকিদ দাওলিয়্যা।

শরীয়তের দৃষ্টিতে জাদু

আমরা জাদু শব্দের শাব্দিক অর্থ জেনেছি। এখন আমরা ইসলামি শরীয়তের পারিভাষিক অর্থ জানবো, জাদু সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

১- ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শরীয়তের পরিভাষায় 'জাদু' প্রত্যেক ঐ কাজের সাথে নির্দিষ্ট, যার সূত্র গোপন থাকে, বাস্তবতা থেকে দূর করে যা উপস্থাপন করা হয় এবং ধোঁকা দেওয়াই প্রতীয়মান হয়।[৮]

২- ইমাম ইবনে কুদামাহ আল মাকদিসী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জাদু এমন গিরা, এমন মন্ত্র বা এমন শব্দসমূহের নাম, যা (মুখ দিয়ে) বলা হয় অথবা লিখা হয় কিংবা জাদুকর এমন কিছু আমল করে, যার দ্বারা ঐ ব্যক্তির শরীর, অন্তর অথবা জ্ঞান প্রভাবান্বিত হয়, যার উপর জাদু করা উদ্দেশ্য হয় এবং জাদু বাস্তবেই প্রভাব রাখে। জাদুর দ্বারা কোনো ব্যক্তি খুন হতে পারে, অসুস্থ হতে পারে, স্বীয় স্ত্রীর নৈকট্য (তথা সহবাস) গ্রহণে দুর্বলতা আসতে পারে। এমনকি জাদু স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে; একে অপরের প্রতি অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করাতে পারে; তৈরি করতে পারে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা।[৯]

৩- ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জাদু খারাপ আত্মাদের কুপ্রভাব এবং তাদের প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের প্রতিক্রিয়া দ্বারা গঠিত। এ জাদুর কারণে কঠিন কষ্ট অনুভূত হয়; বিশেষ করে যেখানে জাদু প্রয়োগ হয়েছে। যেখানে জাদুর কারণে কষ্ট হচ্ছে, সেখানে হিজামা করা উত্তম চিকিৎসা হিসেবে গণ্য হয়, যদি তা সঠিক উপায়ে প্রয়োগ করা হয়।[১০]

কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে জাদু, জ্বিন ও শয়তানের অস্তিত্বের প্রমাণ

জ্বিন শয়তান ও জাদুর মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি জাদুর ভিত্তিই হচ্ছে, জ্বিন ও শয়তানসমূহ। তাই কিছু লোক জ্বিন জাতির অস্তিত্বের অস্বীকার করে এবং এটার উপর ভিত্তি করে তারা জাদুর প্রভাবকে অস্বীকার করে। তাই

৮. আস মিসবাহুল মুনীর: ১/২৬৭, প্র. আস মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা, বৈরুত।
৯. আল মুগনী: ৯/২৮, প্র. মাকতাবা কায়রো, মিশর।
১০. আত তিব্বুন্নববী: পৃ. নং ৯৪, প্র. দারুল হেলাল, বৈরুত।

আমরা প্রথমে জ্বিন ও শয়তানের অস্তিত্বের উপর প্রমাণাদি উপস্থাপন করবো।

জাদুর বাস্তবতা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। জাদু মূলত দুষ্ট জ্বিনের মাধ্যমে করানো হয়। তাই আমরা প্রথমে জ্বিনের অস্তিত্ব জানার চেষ্টা করবো।

জ্বিনের অস্তিত্বের প্রমাণ

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, "কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জ্বিনের অস্তিত্ব প্রমাণিত। এ ব্যাপারে উম্মতের আসলাফ ও ইমামগণ একমত।"[১১]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, প্রত্যেক সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ জ্ঞাত যে, জ্বিনের অস্তিত্বের প্রমাণ নবীদের সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে প্রমাণিত। সুতরাং কোনো ঈমানদার লোকের জন্য জ্বিনের অস্তিত্ব অস্বীকার ঐভাবেই অবৈধ, যেভাবে তার জন্য নবী-রাসূল, ফেরেশতা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং এক আল্লাহর ইবাদত অস্বীকার করা অবৈধ।[১২]

জ্বিনের অস্তিত্বের প্রমাণ কুরআন থেকে

১- সূরা আহকাফের ২৯ নং আয়াত

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ

"আর স্মরণ করুন, যখন আমি জ্বিনদের একটি জামাত আপনার কাছে প্রেরণ করেছিলাম, তারা মনোযোগসহকারে কুরআন পাঠ শুনছিলো। এরপর যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হলো, তখন তারা বললো, চুপ করে শোনো। যখন পাঠ শেষ হলো, তখন তারা তাদের কওমের কাছে সতর্ককারী হিসেবে ফিরে গেলো।"

১১. আস ফাতাওয়া আল কুবরা: ৩/১২, প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
১২. মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া: ১৯/১০, প্র. মাজমাউল মালিক ফাহাদ, সৌদিআরব।

২- সূরা আনআমের ১৩০ নং আয়াত

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا

"হে ছিন ও মানব জাতি, তোমাদের কাছে কি তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে এমন রাসূল আসেনি, যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনাতো এবং তোমাদেরকে এ দিনের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করতো, যেদিনে আজ তোমরা উপনীত হয়েছো?"

৩- সূরা আ'রাফের ৩৮ নং আয়াত

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

"আল্লাহ বলবেন, 'তোমাদের আগে ছিন ও মানুষের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তাদের মাঝে প্রবেশ করো।' যখনই একটি দল প্রবেশ করবে, তখন তারা অন্যদলকে অভিসম্পাত করবে। অবশেষে সবাই যখন তার ভেতর একত্রিত হবে, তখন প্রত্যেকটি পরবর্তী দল আগের দল সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! ওরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, কাজেই ওদেরকে আগুনে দ্বিগুণ শাস্তি দাও।' আল্লাহ বলবেন, 'প্রত্যেকের শাস্তি দ্বিগুণ করা হয়েছে (নিজেরা পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য এবং অন্যদের পথভ্রষ্ট করার জন্য), কিন্তু তোমরা জানো না'।"

কতক উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো, এই ব্যাপারে কুরআন শরীফের অনেক আয়াত রয়েছে। এমনকি ছিন সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা কুরআন শরীফে বিদ্যমান রয়েছে। 'ছিন' শব্দ কুরআন শরীফে ২২ বার এসেছে। আর (ছিন

শব্দের বহুবচন) 'জ্বা-ন্ন' শব্দ ৭ বার এসেছে। আর 'শয়তান' শব্দ এসেছে ৬৮ বার এবং (শয়তান শব্দের বহুবচন) 'শায়াতীন' শব্দ ১৭ বার এসেছে। যার দ্বারা এই ব্যাপারে কুরআনের দলিলের আধিক্য ধারণা করা যায়।

জ্বিনের অস্তিত্বের প্রমাণ হাদীস থেকে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ،عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـرضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ.

ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সূরা আন্-নাজ্ম' তিলাওয়াতের পর সিজদা করেন এবং তাঁর সাথে সমস্ত মুসলিম, মুশরিক, জ্বিন ও ইনসান সবাই সিজদা করেছিলো।[১৩]

জাদুর প্রমাণ কুরআন থেকে

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ وَمَا هُمْ بِضَآ رِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰيهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

১৩. সহীহ বুখারী: ২/৪১, হা. নং ১০৭১, প্র. দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত।

"এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করতো, তারা তা অনুসরণ করতো, মূলত সুলাইমান কুফরি করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিলো, তারা মানুষকে জাদু এবং বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর যা পৌঁছানো হয়েছিলো তা শিক্ষা দিতো। আর ফেরেশতাদ্বয় কাউকেও শিখাতো না, যে পর্যন্ত না বলতো, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরি করো না, এতদসত্ত্বেও তারা উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করতো, যদ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো, মূলত তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কারও ক্ষতি করতে পারতো না। বস্তুত এরা এমন বিদ্যা শিখতো, যদ্দ্বারা তাদের ক্ষতি সাধিত হতো আর এদের কোনো উপকার হতো না এবং অবশ্যই তারা জানতো যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে, পরকালে তার কোনোই অংশ থাকবে না। আর যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না মন্দ! আফসোস, যদি তারা জানতো!"[১৪]

জাদুর প্রমাণ হাদীস থেকে

১.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ.

আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাকো। আর তা হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা ও জাদু করা।"[১৫]

২.

قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنْ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ.

১৪. সূরা বাকারা: ১০২
১৫. সহীহ বুখারী: ৭/১৩৭, হা. নং ৫৭৬৪, প্র. দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত।